অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(দুব্যক-১ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

নং- ৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০২৩.১৭.-০৯ তারিখ-০৭-০১-২০১৮খ্রি.।

বিষয়:- পাহাড়ধস-২০১৭ এর কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় সম্পর্কে প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পাঁচটি জেলায় অতিবৃষ্টির কারণে সম্প্রতি ব্যাপক ভূমিধস হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১৫ জুন, ২০১৭ তারিখ ৫১.০০.০০০০.৩২২.২৪.০০৭.১৭-৯৪ নম্বর স্মারকে ভূমিধসের কারণ চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে।

গঠিত কমিটি ভূমিধসের কারণ চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত আগামী ১৫.০১.২০১৮ তারিখের মধ্যে dsdmprog@ modmr. gov.bd ই-মেইল এর মাধ্যমে এবং হার্ড কপি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।
সংযুক্ত: ১২ (বার) ফর্দ।

(মো: নূরুল আমীন)
উপ-সচিব (দুব্যক-১)
ফোন: ৯৫৪৫৩০৯
E-mail: dsdmprog@modmr.gov.bd

বিতরণ: **কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা/পদমর্যাদার ক্রমানুযায়ী নয়)**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ- যুগ্মসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)।
২. মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ- পরিচালক-৪)।
৩. প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা (দৃঃ আঃ- বিএ-৬০৪৭ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোহাম্মদ রেদওয়ানুল ইসলাম)।
৪. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ- জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, উপসচিব)
৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(দৃঃ আঃ- জনাব শোয়াইব আহম্মদ খান, উপসচিব)
৬. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, যুগ্ম-সচিব)
৭. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(দৃঃ আঃ-নন্দ দুলাল বনিক, যুগ্মসচিব)।
৮. ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ)।
৯. ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। (দৃঃ আঃ-আবদুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ)।
১০. ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। (দৃঃ আঃ- মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, (যুগ্ম-সচিব) সদস্য, পরিকল্পনা)।
১২. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা (দৃঃ আঃ- মোঃ হারন উর রশিদ চৌধুরী,পরিচালক (প্রশিক্ষন)।
১৩. জনাব মো: মোহসীন, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম (দৃঃ আঃ- সৈয়দা সারোওয়ার জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, উন্নয়ন)
১৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
১৬-২০. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান/রাঙ্গামাটি জেলা।
২১. পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
২২-২৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান/রাঙ্গামাটি জেলা।

অনুলিপি:সদয় অবগতির জন্য

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিষ্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (দুব্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

খসড়া

পাহাড়ধস-২০১৭ এর কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় সম্পর্কে প্রতিবেদন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুচিপত্র :

মুখবন্ধ :----------৩

ভুমিকা :----------৪

১। পাহাড়ধসের পক্ষাপট: ----------৪

১.১ প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট:----------৬

১.২ সামাজিক প্রেক্ষাপট: ----------৬

ভুমি ব্যবহার:----------৬

অসাধু তৎপরতা:----------৬

গভর্নেন্স সংক্রান্ত সমস্যা: ----------৬

২। সম্প্রতি পাহাড় ধ্বসের ক্ষয়ক্ষতি, প্রদত্ত মানবিক সহায়তা:----------৭

২.১ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ:----------৭

২.২ প্রদত্ত মানবিক সহায়তা : ----------৭

৩। আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন এবং কমিটির কর্মপদ্ধতি:----------৮

৩.১ আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিঠি গঠন:----------৮

৩.২ কমিটির কর্মপদ্ধতি:----------৮

৪। কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:----------৮

৪.১ গর্ভনেন্স সংক্রান্ত:----------৮

৪.২ ভুমি ব্যবহার সংক্রান্ত:----------৯

৪.৩ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত:----------১০

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত: ----------১১

উপসংহার:.....১২

মুখবন্ধ:

২০১৭ সালের জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত পাহাড়ী বন্যা এবং পাহাড়ধস ধ্বংসলীলার দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিগত ১২ই জুন সকাল থেকে ১৪ই জুন,২০১৭, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় মৌসুমি বায়ু ও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে টানা ভারি বর্ষণ সংগঠিত হয়। ক্রমাগত তিন দিনের এ টানা ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্রবাহিত পানির পরিমাণ অত্যাধিক হয়ে উঠে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী ও জলাধারসমুহের ধারণ ক্ষমতার এবং মাটির শোষণ ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে ঘটে এ বিধ্বংসী পাহাড়ী বন্যা এবং পাহাড়ধস। এ দুর্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাসহ মৌলভিবাজার এবং কক্সবাজার জেলায় প্রাণ হারানোর মত ঘটনার সাথে সাথে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় অতিদরিদ্র জনগণের জীবন ও জীবিকার ।

সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ২,৩০০ জন বিপদাপন্ন জনতার জীবন বাঁচানো গেলেও এ দুর্যোগে প্রাণ হারান প্রায় ১৬৮ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২,৩০০ জন কে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন থেকে পাহাড়ী বন্যা এবং পাহাড়ধসের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার অবস্থা ছিল সর্বাধিক সংকটজনক কেননা সেখানে পাহাড়ধস সংঘটিত হয় ভোর বেলায়। ফলে প্রাণহানি ঘটে ঘুমন্ত মানুষের। প্রাপ্ত তথ্য মতে রাঙ্গামাটি জেলায় উদ্ধারকৃত লাশের সংখ্যা ১২০ জন।

গত জুন,২০১৭তে রাংগামাটিতে ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে প্রাণহানিসহ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়। তথাপি যথাসময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ দুর্যোগে সাড়া প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। সেনাবাহিনী খোঁজ ও উদ্ধার কাজ, চিকিৎসা সহায়তা এবং অন্যান্য জরুরি সহায়তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করে। এছাড়াও স্থানীয় পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক বিভাগ এবং রেডক্রিসেন্ট এর সম্মিলিত সহযোগিতার ফলে রাঙামাটিতে এ দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ক্ষতির মাত্রা (যথা: মৃত ব্যক্তির পরিবার, আহত ব্যক্তির পরিবার, ক্ষতিগ্রস্তপরিবার) অনুসরণ করা হয়েছে। দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে ৩৬টি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নিরাপদ আশ্রয় ও সেবা দান করা হয়েছে।

এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতেই আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছে। ভূমিধসের কারণ চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসে ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ই জুলাই, ২০১৭ চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এবং এর ধারাবাহিকতায় আরো কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ধসের প্রেক্ষাপট আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক কারণের সাথে সাথে নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক কারণ যথা সামাজিক, ভুমি ব্যবহার, আইনের শাসন ইত্যাদির উপস্থিতিও রয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোর দুর্যোগ ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের অন্যতম সুপারিশ রুপে উল্লেখযোগ্য হ'ল পাহাড় রক্ষাকারি কমিটি গঠন; পাহাড় রক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন; পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দুর্যোগ সহনশীল এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কর্মকান্ডের নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেই সাথে দুর্যোগ সহনশীল এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন; পাহাড়সমূহকে নানাবিধ দুর্যোগের ভিত্তিতে ভুমি শ্রেণীকরণ; ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন; বন বিভাগ কর্তৃক পাহাড়ে যথাযথ প্রজাতির বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ; অবৈধ পাহাড় কর্তন বন্ধকরণ; পার্বত্য এলাকার সার্বিক পানি নিষ্কাশনে এবং পাহাড় উপযোগী নতুন পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ এবং ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার আশু সংস্কার সাধন।

আরও উল্লেখ্য সুপারিশসমূহের অন্যতম হল, পাহাড় ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন; পাহাড়ের ঢাল রক্ষার্থে দ্রুত পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ; পাহাড়ের ঢাল রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ; পাহাড় কাটার কুফল সম্পর্কে পাহাড়ী এলাকার জনগণকে সচেতনকরণ। কাপ্তাই হ্রদের পানি প্রবাহ ও পরিমাণের হালনাগাদ তথ্য সময়মত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ, কাপ্তাই বাঁধ প্রশাসনের জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণ; ভুমিধস বা পাহাড়ধসসহ সকল দুর্যোগের পুর্বাভাস নিরুপণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সময়মত সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও প্রশাসনসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সময়মত অবহিতকরণ। এ ছাড়া দুর্যোগঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকার্যে পর্যাপ্ত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা। দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ; ভুমিধস বা পাহাড়ধস মনিটরিং এবং ওয়ার্নিং সিস্টেম, Debris flow ওয়ার্নিং সিস্টেম এর ব্যবস্থা চালু করলে পাহাড়ধস রোধ এবং জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ভুমিকা:

মৌসুমি বায়ু ও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে ১২ জুন সকাল থেকে ১৪ জুন ২০১৭, টানা ভারি বর্ষণ ঘটে। ক্রমাগত তিন দিনের টানা এ ভারি বর্ষণের ফলে প্রবাহিত পানির পরিমাণ পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী ও জলাধারসমূহের ধারণ ক্ষমতার এবং মাটির শোষণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। টানা এ ভারি বর্ষণের ফলে পাহাড়ী বন্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, মৌলভিবাজার এবং কক্সবাজার জেলায় পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। এ দুর্যোগের কারণে দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকা, সম্পদ ও স্থাপনাসমূহের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

১। পাহাড়ধসের প্রেক্ষাপট:

ভূতাত্বিক ও ভৌগলিক পরিবেশের কারণে ভূমিধস হয়ে থাকে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাহাড়ধস ও ভূমিধসের বিভিন্ন প্রকার কারণ থাকতে পারে। পাহাড়ধসের কারণসমূহ সকল দেশে একই রকম নয়। বাংলাদেশের পাহাড়ের মাটির ধরণ চাষাবাদ উপযোগী অপরপক্ষে অন্যান্য দেশের পাহাড় পাথুরে মাটি হওয়ায় সে সকল স্থানে স্বাভাবিকভাবেই চাষাবাদ সম্ভব নয়। আমাদের এখানে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি। তদুপরি স্বল্প আয়তনের এই ছোট দেশটিতে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশের জনগণের খাদ্য উৎপাদন, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি না থাকায় পাহাড়ী জমির উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। রাঙ্গামাটি জেলা শহরের পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটা এজন্য যে রাঙ্গামাটি ও এর নিকটবর্তী কাপ্তাই, ঘাগড়া, বড়ইছড়ি, রাজস্থলী, নানিয়ারচর এলাকাগুলোতেই সবচাইতে বেশী মানুষের বসবাস। এসব এলাকাসমূহকে যুক্ত করে রাঙ্গামাটি-কাপ্তাই (লেকের

পাশ দিয়ে), রাঙ্গামাটি, ঘাগড়া-চট্টগ্রাম, ঘাগড়া-বড়ইছড়ি, ঘাগড়া-কাউখালী, রাঙ্গামাটি-মানিকছড়ি-খাগড়াছড়ি, বগাছড়ি-নানিয়ারচর সড়কগুলো তৈরী করা হয়েছে। এত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস, তাদের জন্য ঘরবাড়ী ও অন্যান্য অবকাঠামো তৈরী এবং চাষাবাদ, জ্বালানী আহরণজনিত কারণে এসব এলাকার পাহাড়গুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এ কারণেই একই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের পরও রাঙ্গামাটি জেলার অন্যান্য এলাকার চেয়ে এ এলাকাসমূহেই পাহাড়ধসের পরিমাণ অনেক বেশী। আবার এরকম নরম প্রকৃতির মাটিতে গড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী করার সময় 'নদী শাসনের ন্যায় পাহাড় শাসনের' তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। পাহাড় কেটে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে তার নিচের মাটি এবং পাশে দাঁড়ানো পাহাড়ের অংশবিশেষও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ সকল ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে প্রতি বছরই হয় পিচঢালা রাস্তাগুলো ধসে পড়ছে অথবা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়গুলো রাস্তার উপর ধসে পড়ছে। বাংলাদেশে নদীর উপর সেতু তৈরীর সময় সেতুর মূল অবকাঠামো তৈরীর সমান কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে তার চাইতে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে নদী শাসনে। অনুরুপভাবে উন্নত দেশগুলোতে শক্ত পাথুরে পাহাড়ী মাটিতে গড়ে তোলা রাস্তা এবং অন্যান্য স্থাপনাগুলো সুরক্ষিত করার জন্য প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ব্যবহার করে পাহাড় শাসন করা হয়েছে। আমাদের বৃহৎ অবকাঠামো কিংবা ক্ষুদ্র, মাঝারী আকৃতির স্থাপনা, ঘর-বাড়ি তৈরীতে মাটির দুর্বলতা সত্বেও পাহাড় শাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং সার্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ধসের কারণ লিপিবদ্ধ করলে গুরুত্ব অনুসারে নিম্নেবর্ণিত কারণগুলো উঠে আসবে:

ক) দুর্বল মাটির গঠন।
খ) অতি বৃষ্টিপাত।
গ) চাষাবাদ,
ঘ) অবৈধ বসতিস্থাপন ও অপরিকল্পিত অবকাঠামো।
ঙ) বৃক্ষ নিধন।
চ) উন্নত প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ব্যবহার করে পাহাড় শাসন না করা।
ছ) অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন।
জ) ভূমিকম্প।

পাহাড় ধসের প্রেক্ষিত আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে পাহাড়ধসের সম্ভাব্য কারণের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পাহাড় ধসের সম্ভাব্য কারণ	বাংলাদেশ	অন্যান্য দেশ	মন্তব্য
১।	ভূতাত্বিক অবস্থা অর্থাৎ মাটি/পাথরের গঠন প্রকৃতি	বেলে/বেলে দোঁআশ দুর্বল প্রকৃতির গঠন	পাথরে/এটেল মজবুত প্রকৃতির	
২।	অতি বৃষ্টিপাত	হয়	হয়/হয় না	বৃষ্টিপাতের ধরণ, তীব্রতা, সময় ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে
৩।	চাষাবাদ	অনেক বেশী চাষাবাদ হয়	হয় না/নগণ্য	
৪।	বৃক্ষ নিধন	হয়	অপেক্ষাকৃত কম/নিয়ন্ত্রিত	
৫।	পাহাড় শাসন	হয় না	হয়	

৬।	অবকাঠামো ও বসতি নির্মাণ	হয় এবং অপরিকল্পিত	হয় না	
৭।	ভূমিকম্পের প্রভাব	হয়	হয় না	
৮।	মনুষ্য সৃষ্ট কার্যক্রম	হয়	হয় না	

তথ্যের বিষয়ের ধরণের ভিত্তিতে পাহাড়ধসের প্রেক্ষাপট আলোচনা নিম্নোক্ত শিরোনামে অনুযারী উল্লেখ করা হল-

১.১ প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট:

১২ থেকে ১৪জুন, এ তিন দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৯০০ মি.মি. যা দেশে ২ মাসে বৃষ্টিপাতেরও অধিক। এ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। উপরন্তু অপরিকল্পিত ভুমি ব্যবহার রাঙ্গামাটীর জেলার মাটির ধারণ ক্ষমতা হ্রাস করেছে ফলে সামান্য বৃষ্টিপাতেই মাটি ধ্বসে পড়ার ঘটনা ঘটছে।

১.২ সামাজিক প্রেক্ষাপট:

সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যঃ

ভূমি ব্যবহারঃ

পাহাড়ে অপরিকল্পিত বাসস্থান নির্মাণ ভূমিধসের অন্যতম প্রধান কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের সংখ্যা ২৮টি। সে সব ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ে অবৈধ দখলদারদের দ্বারা নির্মিত হয়ে চলেছে বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ সুবিধাসহ বাড়ি যা সাধারণতঃ ছিন্নমূল পরিবারের নিকট আবাসস্থল হিসেবে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। অবৈধ দখলদারদের এ দৌরাত্ম পাহাড়গুলোকে দুর্যোগপ্রবণ করে তুলছে। এছাড়াও অর্থ উপার্জনের উপায়গুলো কেবল কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ঘনীভূত হয়ে থাকার কারণে দিন মজুর শ্রেণির লোকের সেখানে ক্রমাগত অবৈধ ও ঝুঁকিপুর্ণ বসবাস বেড়েই চলেছে।

অসাধু তৎপরতাঃ

পাহাড়ধসের প্রেক্ষিত আলোচনায় সর্বাগ্রে যে সমস্যা আবির্ভুত হয় তা'হল সেখানের অসাধু তৎপরাতা। ভুমি দখল, অবৈধ বাসস্থান নির্মাণ, সড়ক বিভাগের ভূমির উপর ক্রমাগত অবৈধ স্থাপনানির্মাণ এবং এক শ্রেনির অসাধু কর্মচারি কর্তৃক সড়ক বিভাগের ভূমি ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি করার নীতিবহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা, পাহাড়ে মাদক ব্যবসাসহ নানান অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকান্ডের উপস্থিতি পাহাড়গুলোকে দুর্যোগ ঝুঁকিপুর্ন করে তুলছে।

গভর্নেন্স সংক্রান্ত সমস্যাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ দুর্যোগে সাড়াদানে, দুর্যোগ পুনরুদ্ধারে এবং পরবর্তী যে কোন দুর্যোগের সহনশীলতার আলোচনায় সর্বাগ্রে যে সমস্যা আবির্ভুত হয় তা হল সেখানের গভর্নেন্সের জটিলতা। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাজের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

২ .সম্প্রতি পাহাড়ধসের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রদত্ত মানবিক সহায়তাঃ

২.১ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণঃ

২০১৭ সালের জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত পাহাড়ী বন্যা এবং পাহাড়ধস ধ্বংসলীলার দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ২,৩০০ জন বিপদাপন্ন জনগণের জীবন বাঁচানো গেলেও এ দুর্যোগে ছয়টি জেলায় মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৬৮ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২,৩০০ জনকে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন থেকে পাহাড়ী বন্যা এবং পাহাড় ধসের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার অবস্থা ছিল সর্বাধিক সংকটজনক কেননা সেখানে পাহাড়ধস সংঘটিত হয় ভোর বেলায়। ফলে প্রাণহানি ঘটে ঘুমন্তমানুষের। প্রাপ্ত তথ্য মতে রাঙ্গামাটি জেলায় উদ্ধারকৃত লাশের সংখ্যা ১২০টি। রাঙ্গামাটি সদরে মৃতের সংখ্যা ৭৩ জন, কাউখালি উপজেলায় ২১ জন এবং কাপ্তাই উপজেলায় মৃতের সংখ্যা ১৮ জন যা বাকি ৫টি জেলার হতাহতদের মধ্যে সর্বাধিক। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যেখানে মৃতের সংখ্যা ১৯ জন। দ্বিতীয় পাহাড় ধসের ঘটনাটি হাইওয়ে অপারেশন কার্যকালিন আঘাত হানে যার দরুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাঁচ জন সদস্য প্রাণ হারায়।

পাহাড়ধসে রাঙ্গামাটিতে মৃতের পাশাপাশি বসতবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ বিশেষতঃ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, নালা, বাজার, বিদ্যালয় এবং তির্থস্থান গুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিভিন্ন স্থানের রাস্তা ঘাট একেবারেই তলিয়ে যাওযার সাথে সাথে, নানা স্থান প্রায় ১৫ মিটার উচু ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে যায়। ধসে যায় রাঙ্গামাটি জেলার বিদ্যুৎ গ্রিড। বিশেষতঃ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবনে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৩৭৫০ টি বাড়ীর এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৩৬,৬৩৭ টি বাড়ী। এ ছাড়াও বসত ভিটার ক্ষতি, জলমগ্নতা, পুনঃ পাহাড়ধসের ভীতি ইত্যাদি কারণে বাস্তুহারার সংখ্যাও অধিক। বসতভিটা ছাড়াও বন্যার কারণে বালু ও পলির আস্তরণ পড়ে আবাদি জমির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

২.২প্রদত্ত মানবিক সহায়তাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে চট্টগ্রাম, বান্দরবান এবং রাংগামাটি জেলায় সর্বমোট ৯৯,৪৭,০০০/- টাকা জি আর ক্যাশ এবং ১১০১ মে. টন জি আর চাল সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাংগামাটি জেলার জন্য ৬৬,২৩,০০০/- টাকা জি আর ক্যাশ এবং ৫৮৮ মে. টন জিআর চাল, চট্টগ্রাম জেলার জন্য ২৫,২৪,০০০/-টাকা জি আর ক্যাশ এবং ২৮৮ মে টন জি আর চাল, বান্দরবন জেলার জন্য ৮,০০,০০০/-টাকা জি আর ক্যাশ এবং ২২৫ মে. টন জি আর চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর দেওয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক চট্টগ্রাম,বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলায় প্রতি মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি ২০,০০০/- টাকা ও ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় মৃত ব্যক্তির পরিবার পিছু ২৫,০০০/- টাকা ও ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে চট্টগ্রাম, বান্দরবান জেলায় প্রতি আহত ব্যক্তির পরিবার পিছু ৫০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাংগামাটিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে দেওয়া হয়েছে ১৫,০০,০০০/-টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির মেরামতের জন্য প্রদান করা হয়েছে ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন।

এ দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের লক্ষ্যে রাঙ্গগামাটি জেলায় ৩৬টি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নিরাপদ আশ্রয় ও সেবা দান করা হয়েছে।

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন এবং কমিটির কর্মপদ্ধতিঃ

৩.১ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতেই আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছে। ভূমিধসের কারণ চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসে ভবিষ্যতে করণীয় নির্ধারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

৩.২ কমিটির কর্মপদ্ধতিঃ

৪ জুলাই, ২০১৭ চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় কেন্দ্রে উক্ত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এর ধারাবাহিকতায় আরো কয়েকটি সভা হয় । কমিটির সদস্যবৃন্দ সরেজমিন রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সদস্যবৃন্দ জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্য, ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর থেকে সংগৃহিত তথ্য এ কমিটি পর্যালোচনা করেছে।

৪.০ কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ

সার্বিক পর্যালোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট পাহাড়ধসের কারণ ও করণীয় সম্পর্কে কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ নিম্নরুপ:

৪.১ গভর্নেন্স সংক্রান্ত

(১) পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ের মালিকানা নির্ধারণ করে প্রতিটি পাহাড়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব তৎসংলগ্ন মালিকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। এর সাথে পাহাড়ের যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিতে সে মালিক দায়বদ্ধ থাকবেন। অর্থাৎ পাহাড় রক্ষাকারি কমিটি গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন;

(২) প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের ভারসাম্য ব্যহত হচ্ছে বিধায় পার্বত্য জেলাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন করা দরকার, সমাজভিত্তিক পাহাড়, বনায়ন এবং পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন । বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় দফতরের প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মনিটরিং করাসহ উভয় ক্ষেত্রে কাজ এবং দায়-দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

(৩) দেশের বিভিন্ন স্থানের পাহাড়গুলোর অবস্থা, অবস্থান, প্রকৃতি, প্রেক্ষাপট, পাহাড়ের ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি ভিন্ন বিধায় সকল পাহাড় রক্ষাকল্পে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উক্ত নীতিমালার আলোকে দুর্যোগ সহনশীল এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পাহাড়ে যে কোন উন্নয়ন কাজের পূর্বে সি আর এ/উআরএ (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) সম্পন্ন করা এবং তদানুযায়ী উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা করা করা যেতে পারে।

৪.২ ভূমি ব্যবহার সংক্রান্তঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসলীলার জন্য সেখানকার ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সহায়ক রূপে বিবেচিত হতে পারেঃ-

(১) পাহাড় সমূহের ধারণক্ষমতা ও আবাসের সক্ষমতা অনুসারে পাহাড়ের শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। পাহাড় সমূহকে নানাবিধ দুর্যোগের ভিত্তিতে ভূমি বিভাগিকরণ (multi hazard land zonation) করা যেতে পারে এবং সেই সাথে একটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আশু প্রয়োজন;

(২) ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড় এর শ্রেণী পরিবর্তনের সকল আবেদন খারিজ করা এবং পরবর্তী জরিপের সময় যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে এ সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড়সমূহ সরকারের ১ নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত করা;

(৩) ১ নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত পাহাড়, টিলা শ্রেণীর ভূমিতে ইতোপূর্বে স্থাপিত আশ্রায়ন, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প স্থানান্তর করা;

(৪) ১ নং খাস খতিয়ানের অন্তর্ভূক্ত পাহাড়, টিলা শ্রেণীর ভূমিতে ইতোপূর্বে যেসব বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করে বাতিল করা;

(৫) পাহাড় থেকে মাটি কর্তন বন্ধ করার জন্য ইটভাটাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;

(৬) সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০৪ অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন, দখলকৃত ও স্বায়ত্তাধীন ভূমি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার ক্রয়কৃত ভূমি ও সরকারী ভূমিতে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম বনবিভাগ কর্তৃক অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক;

(৭) অনতিবিলম্বে অবৈধ পাহাড় কর্তন বন্ধ হওয়া উচিত। এ প্রেক্ষিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা দ্রুত প্রণয়ন এবং যথার্থ বিভাগসমুহের দ্বারা তার তদারকি ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

(৮) দুর্যোগের ফলে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনে এবং পার্বত্য এলাকার সার্বিক পানির নিষ্কাশনে, পাহাড় উপযোগী নতুন পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ এবং ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার আশু সংস্কার সাধন প্রয়োজন। বিশেষতঃ প্রয়োজনে সড়ক ও বাসস্থান সংযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন।

(৯) পাহাড়ে অধিক পরিমাণে পরিবেশ বান্ধব এবং পাহাড় রক্ষকারী বৃক্ষ রোপন যথা নানা জাতের বাঁশ, যেমন- মুলী, মিতিঙ্গা রোপন করে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে অড়হর, বাবলছি, মেডুলা ও ঢোলকলমী গাছ রোপন করা যেতে পারে।

(১০) সুষ্ঠু পাহাড় ব্যবস্থাপনার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের (যথা-ভারত, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন) এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে 'জাতীয় পাহাড় ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' প্রণয়ন করা যেতে পারে ;

(১১) পাহাড়ের ঢাল রক্ষার্থে দ্রুত পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ করা, পাহাড়ের ঢাল রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত; উন্নতদেশসমূহে (যেমন: জাপান) পরীক্ষিত এবং বহুল ব্যবহৃত পাহাড় এবং ঢাল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি/জ্ঞান বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ ধরণের প্রযুক্তি/জ্ঞানের ব্যবহার বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় (যেমন: বিএনবিসি) বাধ্যতামূলক করা।

(১২)পাহাড় কাটার কুফল সম্পর্কে পাহাড়ী এলাকার জনগণকে সচেতন করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা ;

(১৩) কাপ্তাই বাঁধ প্রশাসনের জবাবদিহিতা, নিয়মিত পানি প্রবাহ এবং পানির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যের হালনাগাদ ও তথ্যের সময়মত সংশ্লিষ্ট মহলে অবহিতকরণ আবশ্যক। তা'ছাড়া হ্রদের নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত ড্রেজিং করা প্রয়োজন।

৪.৩ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্তঃ

ভৌগলিক এবং ভুতাত্ত্বিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিপুর্ণ একটি অঞ্চল। তার সাথে যুক্ত রয়েছে মনুষ্য কার্যকলাপ যা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে করে তুলেছে দুর্যোগ ঝুঁকিপুর্ণ। এ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নিম্নোক্ত সুপারিশমালাগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

(১) ভুমিধস বা পাহাড়ধস সহ সকল দুর্যোগের পুর্বাভাস নিরুপন এবং তা সময়মত নিয়োজিত সকল বিভাগ এবং প্রশাসনকে অবহিতকরণ এবং বিশেষ করে স্থানীয় জনতাকে সময়মত অবহিতকরণের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সহজলভ্য প্রযুক্তি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল কাজে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

(২) দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় যথাযথ বিভাগের পর্যাপ্ত নিয়মিত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখা;

(৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ কর্তৃক অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যে পর্যাপ্ত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি মজুত রাখা;

(৪) স্বেচ্ছাসেবী দুর্যোগ কর্মী গড়ে তোলা এবং তাদের অংশগ্রহণের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখা;

(৫) জরুরি অবস্থায় Coordination of private sector (NGOs) resources in the event of the emergencies এর ব্যবস্থা করা;

(৬) প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা রাখা;

(৭) সংশ্লিষ্ট এলাকায় দুর্যোগকালীন দুর্যোগ কবলিত জনগণের জরুরী চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি জেলাতে ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিম গঠনপূর্বক তাঁদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও সরঞ্জামাদি মওজুদ রাখা;

(৮) ভুমিধস বা পাহাড়ধস মনিটরিং এবং ওয়ার্নিং সিস্টেম, Debris flow ওয়ার্নিং সিস্টেম এর ব্যবস্থা চালু করা ;

(৯) চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য এলাকার সকল ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের তালিকা তৈরী করা, "Land Management for disaster Management" Apps তৈরী করা, যাতে ভারী বর্ষণের পূর্বে সবার মোবাইলে একটি সমন্বিত message স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যেতে পারে;

(১০) সংশ্লিষ্ট পাহাড়ী এলাকার জন্য অতিব জরুরী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় এবং তদিয় এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যেমন Excavator, Dump truck, paywader, gradder, chain, Dodger, Roller, Racker Bulldodyer ইত্যাদি।

(১১) চট্রগ্রাম রাঙামাটি মহাসড়কে hill side এবং valley side-এর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানসমূহেকে most vulnerable palce হিসাবে চিহ্নিত করে উক্ত স্থানে যে কোন ধরণের স্থাপনা, খনন, উন্নয়ন, পরিবর্তন আপাতত: রহিত করা ;

(১২) রাঙামাটিতে দুর্যোগকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে fuel Reservoir, water purification plant, generator ইত্যাদি সরঞ্জাম জরুরী অবস্থাকালীন সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা ;

(১৩) রাঙামাটি চট্রগ্রাম মহাসড়কের দুই পাশের পাহাড় গুলোতে যে কোন ধরণের নতুন স্থাপনা তৈরীর অনুমতি সম্পূর্নভাবে রহিত করা এবং বর্তমান স্থাপনাসমূহ পর্যায়ক্রমে নিরাপদ ও দূরবর্তী স্থানে পূনর্বাসন করা ;

(১৪) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়ের slope সমূহ (রাস্তার পার্শ্বে) জরুরী ভিত্তিতে বনায়ন করে আগামী বর্ষার আগেই রক্ষা করতে হবে এবং

(১৫) পাহাড়ী এলাকা থেকে সকল ইটের ভাটা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ বা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্তঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে দরিদ্রতার হার ৩১.৫% এবং অতি দরিদ্রতার হার ১৭.৬% এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১.৪৭। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর পাহাড়ধস ও পাহাড়ধসের মত দুর্যোগকালীন সময়ে দরিদ্র জনজীবনে দরিদ্রতা আরও চরম ও জটিলাকার ধারণ করে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি লাভজনক উপার্জনের উপায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ফল, সব্জি, ফসলসহ অন্যান্য আবাদের যথেষ্ট ফলন হয়। এসকল আবাদের বা খাদ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় লাভজনক উপার্জনের উপায় সৃষ্টি করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে দায়িত্বশীল (রেসপন্সিবল) কৃষি ভ্যালু চেন গড়ে তোলা। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, পুঁজি ও পার্টনারশীপ সহায়তা প্রদান ;

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভুমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ করে অতি দরিদ্র অসহায় নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল-শুকর পালনে ও লাভজনক কৃষি কার্যক্রমে সুদমুক্ত বা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে । এ ছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত দরিদ্র নারী-পুরুষদের পূণর্বাসনে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;

৩. দুর্যোগ পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে ;

৪. সমাজভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রম গড়ে তোলা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজি সহায়তা প্রদান যেতে পারে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য পার্বত্য জেলা সমূহকে একটি পূর্ণাঙ্গ জনপদ হিসাবে টিকিয়ে রাখতে একটি সুপরিকল্পিত মহা পরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন এবং এ পরিকল্পনা নিয়ে যথাযথ অর্থায়ন নিশ্চিত করে কাজ শুরু করতে হবে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা গবেষণা করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকায় সমতল উঁচু ভূমি তৈরী করে পর্যটককে আকৃষ্ট করে এমন কয়েকটি স্যাটেলাইট টাউন তৈরী করা যেতে পারে, যার চারিদিকে সুরক্ষা দানকারী দেয়াল/প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত এসব স্যাটেলাইট টাউন একদিকে যেমন মানুষকে পাহাড়ে বসতি গড়া থেকে বিরত রাখবে, অন্যদিকে এর সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করবে, ফলে মানবসৃষ্ট কারণে পাহাড়ধসের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। অপরদিকে পাহাড়ের অবৈধ বসতিসহ অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পাহাড়কে সবুজ বনাঞ্চলে আবৃত্ত করলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ হ্রাস পাবে, ফলে পাহাড়কে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং পাহাড়ধস/ভূমিধসের মত দুর্যোগ হ্রাস পাবে।